দৈনিক সংবাদ

১৪

তারিখ ... 3-1-JAN 1997

পৃঃ ১ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সিদ্ধান্ত

শিক্ষকদের চাকরিতে থাকার বয়স বাড়লো

৬ বছরের দুর্নীতির জন্য কমিটি গঠন

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরিতে থাকার বয়সসীমা ৬০ বছর থেকে ৬৫ বছর করা হয়েছে। ১৯৯০ থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তের জন্য ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের অধিবেশনে গতকাল বৃহস্পতিবার এ সিদ্ধান্ত হয়। অধিবেশনে এ ছাড়াও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আচরণ ও ক্যাম্পাসে ছাত্রী লাঞ্ছিত হওয়ায় নিন্দা প্রস্তাব নেয়া হয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়নে ৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়েছে।

স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে আহূত গতকালের এ অধিবেশন শুরু হয় বিকেল ৩ টায় বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট কক্ষে। উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ এ, কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে প্রথমে কোরআন তেলাওয়াত ও গীতা পাঠ করা হয়। এরপর ১৫ই আগস্ট নিহত, জাতীয় চার নেতা ও স্বাধীনতা যুদ্ধে ৩০ লাখসহ সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক প্রস্তাব পাঠ করা হয়। তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

অধিবেশনে বিগত সিন্ডিকেটে পাস হওয়া প্রস্তাব অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরির বয়স ৬০ বছর থেকে ৬৫ বছর করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন উপাচার্য। অধিকাংশ সদস্য তাকে সমর্থন দিলে প্রস্তাবটি পাস হয়। কিন্তু সাদা দলীয় কয়েকজন সদস্য এ প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন। এ ব্যাপারে আলোচনার দাবি জানিয়ে তা ব্যর্থ হলে সাময়িকভাবে তারা 'ওয়াক-আউট' করেন। এরপর তারা অধিবেশনে ফিরে আসেন। সাদা দলীয় সদস্যরা বলেন, এ প্রস্তাব পাস হলে, আগামী ৫ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পদ খালি হবে না এবং কোন অধ্যাপক সিলেকশন গ্রেড পাবে না। তারা বলেন, পদোন্নতি হলেও পদ খালি না হওয়ায় নতুন কোন **সিনেট ঃ** পৃঃ ৭ কঃ ১

সিনেট ঃ সিদ্ধান্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রভাষকের নিয়োগ দেয়া হবে না। এতে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করবে।

এডভোকেট সৈয়দ আহমেদের প্রস্তাব অুযায়ী '৯০ সাল থেকে '৯৬ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তের জন্য ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়। এ সময় সিনেট সদস্য ইসমত কাদির গামা সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদের অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তের জন্য আলাদাভাবে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন।

'৯০ থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তের জন্য অধ্যাপক ম আক্তারুজ্জামানকে প্রধান করে ৭ সদস্যবিশিষ্ট যে কমিটি গঠিত হয় তার অন্যান্য সদস্যরা হলেন, এডভোকেট ওজায়ের ফারুক, আক্তারুজ্জামান এম, পি, অধ্যাপক মাহফুজা খানম, অধ্যাপক সুলতান হোসেন, অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী ও অধ্যাপক আবদুল মোমিন চৌধুরী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের উন্নয়নের জন্য অধ্যাপক মোমিন চৌধুরীকে প্রধান করে ৪ সদস্য বিশিষ্ট ''শিক্ষার মানোন্নয়ন'' কমিটি গঠিত হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, অধ্যাপক মসিহুজ্জামান, অধ্যাপক মাহফুজা খানম ও অধ্যাপক শ, ম ইমামুল হক।

গতকালের অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস ও পারিপার্শ্বিক বিষয়সমূহের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এসময় সম্প্রতি ক্যাম্পাসে ''ছাত্রী লাঞ্ছিত'' ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ এবং সিনেটে এ ঘটনার জন্য নিন্দা প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সেই সাথে অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করা হয়। এ সময় সিনেট সদস্য আক্তারুজ্জামান এমপি লাঞ্ছিতা ছাত্রীর পরিবারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করার জন্য সিনেটের কাছে প্রস্তাব করেন এবং ১৯৮৯ সালে ছাত্রীদের মিছিলে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব ও তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করার একটি প্রস্তাব করেন।

এছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দ্বারা জামাত-শিবিরের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের সমর্থন ও তার বিতর্কিত বক্তব্যের জন্য সিনেট থেকে তার প্রতি একটি নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়।

গতকালের সিনেট অধিবেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ডে অধ্যাপক সুলতানা শফি এবং জগন্নাথ হল ট্রাস্টি বোর্ডে রামেন্দু কৃষ্ণ মজুমদারকে সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কাজের মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন অনুষদে সেন্টার একসেলেন্স প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়।

এছাড়াও গতকালের অধিবেশনে কয়েকজন সদস্য পৃথকভাবে তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে বর্তমান ডাকসু অছাত্রদের দখলে বলে মত প্রকাশ করেন এবং তারা এ ডাকসুকে ভেঙে দিয়ে নতুনভাবে ডাকসু নির্বাচন দেয়ার প্রস্তাব করেন।